সুবীর সরকার

গানবাড়ি



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com



দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার- ৭৩৬১০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
subirsarkar25@gmail.com

<u>উৎসর্গঃ</u>
দুই বাংলার সব ও সমস্ত
লোকশিল্পীদেরকে...

পূর্বপ্রকাশিতঃ

<u>কাব্যগ্রন্থ</u>
যাপনচিত্র
বরফবিষয়ক সেমিনার
জ্যোৎস্নাগীটার
তন্ত্রপুস্তক
চর্যাপদের হরিণ
বাঘবনের কবিতা
বন্দুকনামা
যাত্রানাইট

<u>গদ্যগ্রন্থ</u>
শোলোকগাথা
এপিটাফ
লোকপুরাণ

গানবাড়ি
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
সুবীর সরকার

ই-বুক প্রকাশকাল
জুন, ২০১৩
আষাঢ়, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
মাসুদুর রহমান

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

<u>পরিচিতি</u>

পশ্চিমবাংলার উত্তরখণ্ডের কোচবিহার শহরে কবির জন্ম ০৩.০১.১৯৭০।
শিক্ষাগত যোগ্যতা – ইতিহাসে এম.এ। সাংবাদিকতা ও জনসংযোগে স্নাতকোত্তর।
পেশা – শিক্ষকতা
শখ – তুমুল ঘুরে বেড়ানো হাটগঞ্জ লোকায়ত জনপদে, লোকগান ও লোককথা সংগ্রহ করা।
স্বপ্ন – কবিতাগ্রাম, যৌথখামার।
পুরস্কার/সম্মান – কবিতা পাক্ষিক সম্মান ১৯৯৮
যুবনাশ্ব পুরস্কার ২০০০
বিবৃতি সম্মান ২০১১
বগুড়া লেখক চক্র (বাংলাদেশ) সম্মান ২০১২
কবিতা পাক্ষিক ৫০০ সম্মাননা ২০১২

সূচিপত্র

গান/১	৭	রেলপুল	২৬
মুদ্রা	৮	করাতকল	২৭
বিতর্কসভা	৯	মিথ	২৮
ম্যাজিক	১০	শিরোনাম	২৯
শ্লোক/১	১১	তাংকুবাড়ি	৩০
কর্মসূচি	১২	শিস	৩১
বিজ্ঞাপন	১৩	পদাবলি	৩২
বাজনা/১	১৪	ম্যাজিকম্যান	৩৩
বর্ষা	১৫	পরম্পরা	৩৪
কুচকাওয়াজ	১৬	ছায়া	৩৫
প্রান্তর	১৭	প্রচ্ছদ	৩৬
শ্লোক/২	১৮	মুখোশ	৩৭
বাজনা/২	১৯	বৃত্তান্ত	৩৮
গান/২	২০	গানবাড়ি	৩৯
খামার	২১	ফ্রেম	৪০
স্টোরিলাইন	২২	স্মৃতি	৪১
ছুরিবন্দুক	২৩	সবজিবাজার	৪২
এপিসোড	২৪	ডাকিনীবিদ্যা	৪৩
গুগল	২৫		

গান/১

শুরুটা খুবই সাদামাটা
কাহিনীর যথাযথ
বিস্তার
হাসির হিড়িক ।
হাতুড়ি ও
পেরেক
মুদ্রাদোষের মতো গান

মুদ্রা

ঢুকে পড়ি ঘটনাগুলির
মধ্যে
নাচের সামান্য মুদ্রা
ভঙ্গিগুলো থেকে যায়
যেমন বিকেলমেঘের
আলো

বিতর্কসভা

টাকরায় আওয়াজ তুলে তর্ক
করছি
সূঁচ ও সুতোর জাদু।
ঘোড়াদের সাময়িক আস্তাবল
মুখরোচক মনে হয় পাশবালিশের
গল্প

ম্যাজিক

বিকেলের দিকে বেশ ভালো লাগতো
জনবিরল রাস্তাঘাট। ক্রমাগত
কিচিরমিচির।
বিলম্ব হয়ে গেছে। তালিকা ঘাঁটলেই
মজা ও ম্যাজিক

শ্লোক/১

সাধারণ শুকনো খাবার
শুদ্ধ বাক্যের পাশে মেঘ
বর্ষার জল নিকাসীনালায়
ঘড়ির কাঁটার দিকে
শ্লোক

কর্মসূচি

কর্মসূচি বলতে পাটশাকের
ঝোল
মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়
পরিস্থিতি অনুযায়ী
ব্যবস্থা
তবুও অংশগ্রহণ। তবুও মাছের
ঝাঁক

বিজ্ঞাপন

হালফিলের খবর বলতে উঁচু
নীচু রাস্তা
পুরোটাই জবানবন্দী,
নাটকীয় শেষ দৃশ্য
টানা কথাবার্তার মাঝে সাবানের
বিজ্ঞাপন।

বাজনা/১

গল্পচ্ছলে বিচ্ছেদ বসাও
দু’পা নেচে নাও বাজনার
তালে
শ্যাওলাপিছল পথে ওঁত পেতে
আরোগ্য

বর্ষা

দীর্ঘ জলস্তম্ভ পেরিয়ে সমুদ্রপাখি
উপবাসে কাটানো আস্ত

বর্ষাকাল

ইতিমধ্যে ভগ্ন কুঠী,
বন ও বসত ছাড়ে কীট

পতঙ্গ

কুচকাওয়াজ

বনপথ, কুচকাওয়াজ
মুখরিত
নীরবেই সারতে হয়
নৈশভোজ
ভাবি ফলমূল ও শস্যদানা
শতটুকরো করি শোক

প্রান্তর

বিছানাপ্রসঙ্গে কিছু বলবো না
আপাতত একটু সাহস
বাড়িয়ে
নেওয়া
মাঠপ্রান্তর ঘুরি,
প্রতিদিনের ভিতর এসে পড়ে
প্রতিদিন

শ্লোক/২

কী ভীষণ নীরবতা
শান্ত চোখে তাকিয়ে
থাকছো
পূর্বদিকে চওড়া সড়ক
শুধু ডুবজল। ঘাম জমছে
গ্রীবায়

বাজনা/২

লঘুপায়ে, ব্রাহ্মণপাড়ার পথে
মাঝে মাঝে সরসেখেত
হাসি ও সংলাপ সাজানো

গোলঘর

বাজনার মতো কন্ঠস্বর
জুতোর আওয়াজ শোনা

যায়

গান/২

একটু বর্ষার গান উদযাপন
করি

পুঁটি ও খলসের ঝাঁক
পাদটিকায় দানাশস্য

খামার

সংলাপ চাপা পড়ে
যায়
অজান্তে ডোরবেল
ফ্রেমের বাইরে মস্ত
খামার

স্টোরিলাইন

হাওয়ায় হাসি ভেসে আসে
সেতু পার হতেই
জলস্রোত
গাছের ছায়ায় সোঁদা
গন্ধ, চশমা
ও
স্টোরিলাইন

ছুরিবন্দুক

কঙ্কালের কাঁধ আঁকড়ে
ছুরিবন্দুক
থেমে যাওয়া সানাই
ঘুমের মধ্যে ভুল বকছো
দু'পলক দূরে
জলদস্যু

এপিসোড

চাপা স্বরে কাঁদো
প্রিয় থেকে টুপি
সরাও
ঠোঁটে আসা গান
বোধহয় শেষ এপিসোড
পাতা ওলটানো
হচ্ছে

গুগল

দ্রুতি ও বেগের পার্থক্য লেখ
টেনশন ঢুকিয়ে দাও
সিন্দুক ঘিরে শবাসন
জ্যামিতি গুলিয়ে যায় গুগলে

গেলে

রেলপুল

সর্বস্ব হারিয়ে ক্রিয়াপদ আঁকড়ে
ধরি
যাপনের মধ্যে বিকল্পধারা
তথাস্তু রেলপুল। ডানায়
ঢাকা

করাতকল

মশলাযুক্ত খাবার
বড় ধরনের ঘটনা
তবু তোমার কাছে
যাবো
মুখ ঢাঁকলে করাতকল
বাজনা শুনিয়ে দেব

মিথ

ছুঁয়ে থাকছে
হলদে হয়ে যাওয়া বই
হেঁটে বেড়ানো গল্প
পাখির ডানা তাকে ভাসিয়ে
দেয়
সংলাপের শব্দ শোনা যাচ্ছে না
হুবহু মিলে যায় সব
আগুন নিভিয়ে ফিরছি
ওয়াশরুমে
মঞ্চে উঠি, হাততালি কুড়োই
বৃষ্টিতে ভিজবো বলেই তো বেড়িয়ে
পড়া

শিরোনাম

উইপোকা, টুকটুকে মাছ
ফড়িং এর পাখনা ধরে টানি
বেড়ালের গলায় কাঁটা
ফাঁদে আটকে ইঁদুর
এলাকায় নদী থাকলে
বেশ সাঁতার কাটা যেত
প্রশ্ন সাজায়, তর্জনী নিয়ে
ভাবে
সিঁড়ি দিয়ে নামছে
শিরোনাম

তাংকুবাড়ি

পাশাপাশি তাংকুবাড়ি
গল্পের কোন অভাব
নেই
দু- চার ছত্র নীরবতা
মাথায় সোর্স নিয়ে ঘুরে
বেড়াচ্ছি

শিস

এই পড়ন্তবেলা, কফিবাগান
বিভ্রমের ভিতর থেকে তুলে
আনা হলুদকার্ড
চিরুনি সাজিয়ে উৎসব করি
শিস ভুলে গেছে ছোটখাটো
দৈয়ল

পদাবলি

জানালা খুললেই পদাবলি
জানলা খুললেই নূপুরধ্বনি
সরাসরি সরলরেখা
যে কোন আলোই তো ক্ষতিকর
কপালে ভাঁজ পড়ছে
ভালোবাসা ভাঁজপত্র
চাউনিতে বিকল্পধারা
পাগল পাগল
লাগে

ম্যাজিকম্যান

পানের খিলি অদৃশ্য করে দিচ্ছেন
ম্যাজিকম্যান
আড়মোড়া ভাঙছে দৃশ্যাবলি
জনবসতির দিকে টুং টাং

পরম্পরা

অদ্ভুত এই জেগে থাকা। সম্প্রসারিত
দৈনন্দিন থেকে সাঁতারুরা ছুটে আসে।
সেদ্ধ ধানের চাল। পুতুলের বাক্সে
ঘ্রাণ ঢুকছে। বৃষ্টি প্রবাহিত হই।
নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দৈনন্দিনের
পথে পরম্পরা, হাতকামান

ছায়া

ছায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি
মজা করে কথা বলছো
লাজুক মুখ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
হেসে ওঠে কাঠের হাতি

প্রচ্ছদ

যেমন জন্মদিন, পাকা
কাঁঠাল
একঝলকে চড়ুই পাখি
মঞ্চের দখল নিচ্ছি
সহবাস বস্তুতই বহুচর্চিত
প্রচ্ছদ

মুখোশ

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলেই
হয় না; নিঃশ্বাস ঘন হবার
মূহুর্তে জলপ্রবাহ। খোলস ছাড়বার
সময়কার সাপ হয়ে গাত্রবর্ণ নিয়ে
ভাবতে থাকো। দেওয়ালে টাঙানো
মুখোশ। অর্ন্তঘাতের আশঙ্কায় কুঁজো
হয়ে হাঁটছি।
ঠোঁট নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিচ্ছে
কারা

বৃত্তান্ত

বৃষ্টির বিরাম নেই। তার মধ্যেই
ঘোড়ার গাড়ি। বেদনাহীন বেঁচে থাকা।
কিংবা বৃত্তান্তকে একটু এগিয়ে দেয়
কাহিনি। হাসি মুছছি, যেভাবে ঘাম মুছি।
মোক্ষম গলুই। আসল অভিযান শুরু হোক
তবে। শেষ পর্যন্ত প্রান্তর ও পথবাতি।
বার্তা পাঠাচ্ছে মাছিমশা, চালু
গুজব।

গানবাড়ি

একই সঙ্গে মেঘ আর বৃষ্টি
ঘাড়ের গামছা নিয়ে সটান

গানবাড়ি

কাদোপন্থে দুধের ঘটি
জামার বোতাম থেকে জামদানি
সফরসূচি নির্ধারিত
হাসি দিয়ে অসুখ সারাবে

ফ্রেম

কাহিনির ফ্রেম। রুটি ও বালক।
দৃশ্য শুরু হয় বিরাট ভুমিকা
দিয়ে
ডুবসাঁতার শেষে বিজ্ঞাপন
ও
বাচনভঙ্গি

স্মৃতি

ঝাঁ ঝাঁ রোদ, ঠোঁটের ছায়া
তালগোলে স্বপ্নগুলি হারিয়ে
যায়
নির্ধারিত গাছ, নির্ধারিত পাখি
স্মৃতি ঝালিয়ে নিতে আপত্তি
নেই

সবজিবাজার

খুব একঘেয়ে ও অলস একটা
দিন
শহরে যাবার রাস্তা,
পাশে সবজিবাজারও বসে
কেউ আদর করে নিয়ে যাচ্ছে
পাখিদের
আসল কথায় পরে আসছি
পেঁচার পালক দিয়ে কান
চুলকে নিই

ডাকিনীবিদ্যা

তিনি মৃদু হাসলেন
কল্পনার আশ্রয় তো নিতেই
হয়
সেহেতু ডাকিনীবিদ্যা
পড়শি ইঁদুর।
অকারনেই মেজাজ
হারালেন তিনি